بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
Country Market, Kingsley, Bordon, (ইজতেমাগাহ আনসারুল্লাহ, ইউ. কে.)
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের যে ধারা আমি আরম্ভ করেছি আজও তা-ই বর্ণনা করব। কিন্তু তার পূবে আনসারুল্লাহ্ র ইজতেমার প্রেক্ষিতে এটিও বলে দিতে চাই যে, সেসব সাহাবীর মাঝে আনসাররাও ছিলেন এবং মুহাজেররাও ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণের পর তখন নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেন আর শুধু ত্যাগের দৃষ্টান্তই স্থাপন করেননি বরং তাকওয়ার উন্নত মান এবং নিষ্ঠা ও আন্ত রিকতারওবিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আপনারা যারা এখন এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের অধিকাংশ আনসারুল্ল াহ্র বয়সে উপনীত। তারা একইসাথে আনসারও এবং মুহাজেরও। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্নবিশ্লেষণ করতে থাকুন যে, আমাদের সম্মুখে যেসব আদর্শ উপস্থ াপন করা হয়েছিল সেগুলো আমরা কতটা অনুসরণ করছি এবং মান্য করছি।

হুযুর (আইঃ) বলেন, প্রথম স্মৃতিচারণ হবে হযরত নোমান বিন আমর (রা.) এর। হযরত নোমান এর নাম নোমানও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নোয়েমান এবং নোমান উভয়টি পাওয়া যায়। হযরত নোয়েমান আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত নোমান বদর, উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, নোয়েমান-এর জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া আর কিছু বলোনা, কেননা তিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-কে ভালোবাসেন। হযরত নোয়েমান এর ইন্তেকাল হযরত আমীর মুয়াবিয়া-র শাসনামলে ৬০ হিজরী সনে হয়েছিল।

হযরত নোমান সম্পর্কে অপর এক বর্ণনায় এটিও এসেছে যে, তার স্ব ভাবে রসিকতা ছিল। যেমন মহানবী (সা.) তার কথা শুনে বিনোদিত হতেন। রাবীআ বিন উসমান হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সকাশে জনৈক বেদুঈন আসে এবং মসজিদে প্রবেশ করে নিজের উটকে মসজিদ-প্রাঙ্গণে বসিয়ে দেয়। এতে কতিপয় সাহাবী হযরত নোমানকে বলেন, তুমি যদি এই উটটিকে জবাই করতে পার তাহলে আমরা এর মাংস খেতে পারি কেননা মাংস খেতে আমাদের খুবই ইচ্ছে করছে।

এটি যেহেতু বেদুঈনের উট, তাই মহানবী (সা.)-এর কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করা হবে আর তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন। বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথায় প্ররোচিত হয়ে হযরত নোমান এসে সেই উট জবাই করে ফেলেন আর সেই বেদুঈন মসজিদ থেকে বের হয়ে নিজ বাহনের এই অবস্থা দেখে হৈচৈ শুরু করে আর বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমার উটকেজবাই করে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.) বাহিরে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করেন, এ কাজ কে করেছে? মানুষ বলে, নোমান করেছে। একাজ করার পর নোমান সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে ছিলেন; যাহোক মহানবী (সা.) তার সন্ধানে বের হন। তিনি হযরত যুবাব বিনতে যুবায়ের বিন আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে লুকানো অবস্থায় পান। যাহোক তিনি (সা.) তাকে সেখান থেকে বের করে বলেন, তুমি এমন কাজ কেন করেছ? নোমান নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছে যে, আমি এই উট জবাই করেছি তারাই আমাকে প্ররোচিত করেছিল তারাই আমাকে বলেছিল আর এটিও বলেছিল যে, মহানবী (সা.) পরবর্তীতে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করে দিবেন, অর্থাৎ মূল্য পরিশোধ করে দিবেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) একথা শুনে নোমানের চেহারাকে নিজ হাত দিয়ে স্পর্শ করেন এবং মুচকি হাসতে থাকেন। আর তিনি (সা.) উক্ত বেদুঈনকে তার উটের মূল্য পরিশোধ করে দেন। যুবায়ের বিন বুকার তার 'আল ফুকাহা ওয়াল মাযাহেব' পুস্ত কে হযরত নোমান-এর বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, মদিনায় যখনই কোন ফেরিওয়ালা প্রবেশ করতো হযরত নোমান তার কাছ থেকে কিছু না কিছু ক্রয় করতেন। আর সেটা নিয়ে

মহানবী (সা.) উপস্থিত হয়ে নিবেদন করতেন যে, আপনার জন্য এটি আমার পক্ষ থেকে উপঢৌকন। সেই জিনিসের মালিক যখন হযরত নোমানে-র কাছ থেকে উক্ত জিনিসের মূল্য গ্রহণের জন্য আসত, তখন মহানবী (সা.) বলতেন যে, তুমি কি অমুক জিনিস আমাকে উপঢৌকনস্বরূপ দাও নি? তখন তিনি বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম, উক্ত জিনিসের মূল্য পরিশোধের জন্য আমার কাছে কোন অর্থ-কড়ি ছিল না, তা সত্ত্বেও আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, যদি তা খাবারের জিনিস হয় তা আপনি আহার করুন, যদি রাখার জিনিস হয় তবে আপনি যেন তা রেখে দেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) হাসতে থাকতেন আর সেই জিনিসের মালিক'কে এর মূল্য পরিশোধ করে দেয়ার জন্য আদেশ দিতেন। অতএব এমন অদ্ভুত প্রেম-ভালোবাসা এবং হাস্যরসের বৈঠক হতো, কেবল রসকসহীন শুষ্ক বৈঠক বসতো না।

হুজুর (আইঃ) বলেন, দ্বিতীয়স্মৃতিচারণ আজকে যার হবে তিনি হলেন, হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ (রা.)। হযরত খুবায়েব (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রেরবনু জুশাম শাখার এর সদস্য ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত খুবায়েব হযরত আবু বকর (রা.)-এর বিধবা স্ত্রী হুবায়বা বিনতে খারেজা'র সাথে বিবাহ বন্ধনে আব দ্ধ হন। হযরত খুবায়েব নিঃসন্দেহে মদিনায় হিজরতের সময় মুসলিম ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও হিজরতের সময় তিনি মুহাজেরদের আতিথ্য তথা আদর-আপ্যায়নের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ্‌ এবং হযরত সুহায়েব বিন সিনান তার ঘরে অবস্থান করেন। অনুরূপভাবে অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন তিনি কুবা'র সুনাআ-য় হযরত খুবায়েব-এর ঘরে অবস্থান করেন। বদরের যুদ্ধ ছাড়াও উহুদ, পরিখা এবং অন্য সকল যুদ্ধে তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী খুবায়েব মদিনারই বাসিন্দা ছিলেন তথাপি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এমনকী মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর সাথে তিনি মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত খুবায়েব-এর ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীনহযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীস এটি, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যখন তিনি হার্‌রাতুল গাবারা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত, তখন সেখানে এক ব্যক্তির সাথে তাঁর (সা.) সাক্ষাৎ হয় যার সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা প্রসিদ্ধ ছিল। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হন। সাক্ষাতের পর সেমহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আমি আপনার সাথে যাওয়া এবং আপনার সাথে গনিমতের মালে অংশীদার হওয়ার জন্য এসেছি। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? উত্তরে সে বলে যে, না, আমি ঈমান আনবো না, আমি মুসলমান নই। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি ফিরে যাও, কেননা আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। তিনি (রা.) বলেন, সে চলে যায় আর তিনি (সা.) যখন শাজারা নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তীযুল হুলায়ফা-র পাশেই অবস্থিত একটি স্থানের নাম, তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেআর পুনরায় সেভাবেই বলে যেভাবে পূর্বে বলেছিল। মহানবী (সা.) তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে ইতঃপূর্বে বলেছিলেন। মহানবী (সা.) বলেন, ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। সে পুনরায় ফিরে যায় এবং বায়দা নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে যা মদিনা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরবর্তীযুল হুলায়ফা এবং শাজারা-র পাশেই অবস্থিত আরেকটি স্থানের নাম। যাহোক, সে পুনরায় সেখানে সাক্ষাৎ করে আর মহানবী (সা.) তাকে সেভাবেই বলেন যেভাবে পূর্বে বলেছিলেন যে, আমরা মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ? সে বলে, জ্বী হ্যাঁ। তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তাকে বলেন, তাহলে চল! এখন তুমি আমার সাথে যেতে পার।

বদরের যুদ্ধে হযরত খুবায়েব বিন ইসাফ মক্কার কুরাইশ নেতা উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফকে হত্যা করেছিলেন, এই ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা নূরুদ্দীন হালবি তার 'সীরাতুল হালবিয়া' পুস্তকেলিখেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ কর্তৃক বর্ণিত যে, বদরের প্রান্তরে উমাইয়্যা বিন খাল্‌ফের সাথে আমার দেখা হয়। সে অজ্ঞতার যুগে আমার বন্ধু ছিল। উমাইয়্যার সাথে তার পু ত্র আলীও ছিল। যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে বেশ কয়েকটি লৌহবর্ম ছিল যা আমি বহন করছিলাম। তিনি যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করছেন। যখন উমাইয়্যা আমাকে দেখে তখন সে আমাকে আমার অজ্ঞতার যুগের নামে, হে আবদে আমর বলে ডাকে। আমি এর উত্তর দেইনি। উমাইয়্যা তাকে বলে, যদি

তোমার প্র তি আমার কোন অধিকার থেকে থাকে তাহলে আমি তোমার জন্য সেসব বর্ম থেকে উত্তম যা তোমার কাছে রয়েছে। আমি তাকে বলি যে, ঠিক আছে। এরপর আমি বর্মগুলো নিচে রেখে উমাইয়্যা এবং তার ছেলে আলীর হাত ধরি। উমাইয়া বলে, আজ বদরের দিনে যা ঘটল এমন দিন আমি জীবনে কখনো দেখি নি। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি কে যারবক্ষস্থ বর্মেউট পাখির পালক লাগানো রয়েছে? আমি বললাম, তিনি হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব। তখন উমাইয়্যা বলে, এই সবকিছু তার জন্যই হয়েছে, তার জন্যই আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। যাহোক, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এরপর আমি তাদের দুইজনকে নিয়ে হাঁটছিলাম অর্থ াৎ তাদের হত ধরি এবং হাঁটতে আরম্ভ করি। হঠাৎ হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে আমার সাথে দেখে ফেলেন। হযরত বেলাল (রা.)-কে ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ করতে উমাইয়্যা মক্কায় তার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালাতো। হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়্যাকে দেখতেই বলেন, কাফিরদের নেতা উমাইয়্যা বিন খাল্ ফ যে এখানে। এ যদি বেঁচে যায় তবে জেনে রেখ, আমি বাঁচবো না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, এটি শুনে আমি বললাম, তুমি আমার বন্দিদের সম্পর্কে এমন কথা বলছো! হযরত বেলাল (রা.) বারবার এটিই বলেন যে, সে যদি বেঁচে যায় তাহলে আমি বাঁচব না আর আমিও তাকেএই উত্তরই দিতে থাকি। এরপর হযরত বেলাল উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলেন, হে আল্লাহ্ র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দার উমাইয়্যা বিন খাল্ফ। খুব জোরে তিনি চিৎকার করেন যে, হে আল্লাহ্র আনসারগণ! এ হলো কাফেরদের সর্দ ার উমাইয়্যা বিন খাল্ফ। যদি সে বেঁচে যায় তাহলে ধরে নাও যে, আমি বাঁচব না; আরতিনিবার বারএ কথা বলেন। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, এটি শুনে আনসাররা দৌঁড়ে আসে এবং তারা চারিদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলে। তখন হযরত বেলাল তরবারি উঁচিয়ে উমাইয়্যার পুত্রের উপর আক্রমণ করেন, যার ফলে সে নীচে পড়ে যায়। উমাইয়্যা এটি দেখে ভীত হয়ে এমন ভয়ংকর চিৎকার করে যেরূপ চিৎকার আমি কখনো শুনিনি। এরপর আনসাররা তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে।

উমাইয়্যাকে আনসারদের বনু মাযেনগোত্রের এক ব্যক্তি হত্যা করেছিল। কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন যে, উমাইয়্যাকে হযরত মুআয বিন আফরা,খারেজা বিন যায়েদ এবং খুবায়েব বিন ইসাফ একত্রে হত্যা করেছিলেন। অর্থাৎ এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত বেলাল (রা.) তাকে হত্যা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই সব সাহাবীই উমাইয়্যার হত্যায় অন্তর্ভু ক্ত ছিলেন আর উমাইয়্যার পুত্র আলীকে হযরত বেলাল আক্রমণ করে নিচে ফেলে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসের তাকে হত্যা করেছিলেন।

কতক ঘটনার প্রতিটি খুটিনাটির সরাসরি সেই সাহাবীর সম্পর্ক থাকে না,এখানে অবশ্য ঘটনার আলোচনাধীন সাহাবীর সাথে সম্পর্ক রযেছে। যাহোক, আমি এ কারণে উল্লেখ করি যেন আমরা ইতিহাসেরও কিছু টা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

খুবায়েব বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন যে, আমার দাদা হযরত খু বায়েব বদরের যুদ্ধের দিন একটি আঘাত পেয়েছিলেন যার দরুণ তার পাঁজর ভেঙে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগিয়ে দেন এবং সেটিকে তার নির্ধারিত স্থানে রেখে ঠিক করে দেন। এর ফলশ্রুতিতে হযরত খুবায়েব হাঁটা আরম্ভ করেন। অপর এক রেওয়ায়েতে এটি উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত খুবায়েব বলেন, এক যুদ্ধের সময় আমার কাঁধে প্রচণ্ড এক আঘাত লাগে যা আমার পেট পর্যন্ত চলে যায়। এর ফলে আমার হাত ঝুলে পড়ে। তখন আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) সেই স্থানে তাঁর পবিত্র লালা লাগান এবং সেটিকে জোড়া লাগিয়ে দেন, যার ফলশ্রুতিতে তা সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়ে যায় এবং আমার ক্ষতও ভালো হয়ে যায়।

মৃত্যু সম্পর্কিত এক উক্তি অনুসারে হযরত খুবায়েব এর মৃত্যু হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল, অপর বর্ণনানুযায়ী তার মৃত্যু হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হয়েছিল। যাহোক আল্লাহ তা'লা এই সাহাবীদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

হুজুর (আইঃ)এখন আমি তিনজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণও করব এবং নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মধ্যে প্রথমজন হলেন মোহতরমা রশীদা বেগম সাহেবা, যিনি রাবওয়া নিবাসী মোকার্রম সৈয়্যদ মুহাম্মদ সারোয়ার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ২৪ আগস্ট তারিখে ৭৪ বছর বয়সে ঐশী তক্ব দীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন। **ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন**। মরহুমার পরিবারে আহমদীয়াত এসেছে তার দাদা মুকাররম ফতেহ্ মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি কাদিয়ানে গিয়ে হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ক্বাজী মুহাম্মদ আকবর সাহেবের মাধ্যমে বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ক্বাজী সাহেব ১৮৯৪ সালে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ-এর নিদর্শন দেখে নিজ এলাকা ওপরিবারের লোকদের বলেছিলেন যে, এই নিদর্শনের মাধ্যমে বুঝা গেল, ইমাম মাহদী (আ.)-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তার এক পুত্র মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহেব লাইবেরিয়াতে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, আমার মা খুবই নিয়মিতভাবে চাঁদা আদায় করতেন আর এ ব্যাপারে অনেক চিন্তিত থাকতেন আর সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমার চাঁদা আদায় হয়েছে কি না?এছাড়া সন্তানদের তরবিয়তের ব্যাপারেও অনেক সজাগ ছিলেন। খিলাফতের সাথে তার অনেক ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। অনেক মনোযোগ সহকারে খু তবাসমূহ শুনতেন ও সেগুলোর পয়েন্ট নোট করতেন সূক্ষ কথাগুলো বের করে সেগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্তানদের সাথে আলোচনা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সব সন্তানদের তাদের মায়ের পুণ্যকর্মকে অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। তাঁদের মায়ের মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ফিজি-র নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট মোহতরমমুহাম্মদ শমশের খান সাহেবের। তিনি গত ০৫ সেপ্টেম্বর তারিখে মৃত্যুবরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন।** ১৯৬২ সালে তার মরহুম পিতার সাথে লাহোরী জামা'ত থেকে বয়আত করে (আহমদীয়া জামা'তে) যোগদান করেছিলেন। তিনি ফিজি জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহে তিনি দীর্ঘ সময় জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আহমদীয়া জামা'ত মারো,সোওয়া, নান্দি এবং লাটোকা-য় মসজিদ নির্ম াণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ২০১০ সন থেকে মৃত্যু অবধি তিনি নান্দি জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আল্লাহ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্য ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

তৃতীয় জানাযা হলো, কুরদিস্তানের মোকাররমা ফাতেমা মুহাম্মদ মুস্ত ফা সাহেবার বর্ত মানেযিনি নরওয়ের অধিবাসীনি। তার মৃত্যু হয়েছিল১৩ জুন তারিখে। তিনি ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, **ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না এলাইহে রাজেউন।** তিনি ২০১৪ সনে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর কন্যা বলেন, আমার মা যদিও নিরক্ষর ছিলেন কিন্তু তার কুরআন করীমের বহু আয়াত এবং অনেক হাদীস মুখস্থ ছিল। তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যথাসময়ে নামাজ আদায় করা। অনুরুপভাবে অনেক বেশি রোযা রাখতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন আমি ঐসব লোকদের নামে রোযা রাখি যারা রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না। অন্যদের সাহায্য করার প্র তি তার এত আগ্রহ ছিল যে, ইরাকে কখনো কখনো তিনি পঞ্চাশ মাইল সফর করে সেসকল নারীদের সাথে হাসপাতালে যেতেন যাদের চিকিৎসা করানোর মতো কেউ ছিলনা আর একই সাথে তাদের আর্থিক সহায়তাও করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করুন ও দয়াদ্র হোন, তার মর্য াদা উন্নীত করুন, তার মেয়েকেও এবং তার সন্তানদেরওঈমানের দৃঢ়তা দান করুন এবং তার যে সকল সন্তান এখনও আহমদী হয় নি, আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়দুয়ার উন্মচিত করুন এবং মরহুমার দোয়াসমূহ তাদের পক্ষে গৃহীত হোক। (আমীন)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
13 September 2019

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org